আজকের বাংলাদেশ এক বদলে যাওয়া বাংলাদেশ: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এক যুগ আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়। আজকের বাংলাদেশ এক বদলে যাওয়া বাংলাদেশ।

শনিবার বিকাল ৪টায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সরকারপ্রধান এ কথা বলেন। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করা উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার কথা কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ গতকাল (২৬ ফেব্রুয়ারি) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছি।

শেখ হাসিনা বলেন, সমগ্র জাতির জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। আমাদের এই উত্তরণ এমন এক সময়ে ঘটল, যখন আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি। আমরা মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের দ্বারপ্রান্তে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জন্য এ উত্তরণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ কৃতিত্ব এ দেশের আপামর জনসাধারণের। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এই মাইলফলক অর্জন করতে পেরেছি। এই অর্জনকে দেশের নতুন প্রজন্মকে উৎসর্গ করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়ী ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে জায়গা করে নেবে। আমাদের এ অর্জনকে সুসংহত এবং টেকসই করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটি একটি বিশেষ ধাপ বলেও উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা।

ফসলি জমিতে যুবকের গলাকাটা লাশ

কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায় অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবকের (৩০) গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার সকাল ৯টার দিকে ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে পানাউল্লাহরচর এলাকার ফসলি জমি থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

হত্যার উদ্দেশেই দুর্বৃত্তরা ওই যুবককে অন্য কোথাও থেকে এখানে এনে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহ ফেলে রেখে গেছে বলে মনে করছে পুলিশ

স্থানীয়রা জানান, নিহত যুবকের পোশাক দেখে মনে হচ্ছে তিনি অন্য কোথাও সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করতেন। হত্যার উদ্দেশেই দুর্বৃত্তরা তাকে অন্য কোথাও থেকে এখানে এনে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহ ফেলে রেখে গেছে বলে সন্দেহ এলাকাবাসীর।

ভৈরব থানার ওসি মো. শাহিন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ওই যুবকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত খুনিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মানুষকে ডিজিটাল নিরাপত্তা

দেওয়ার জন্য’

কারাগারে লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যুকে অনভিপ্রেত হিসাবে উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, আমি তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। সেখানে কারা কর্তৃপক্ষের কোনো গাফিলতি ছিল কি না- সেটা খুঁজে দেখা যেতে পারে।
শুক্রবার বিকালে চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানজি পুকুরপাড় নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
মুশতাক আহমেদের মৃত্যু প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার যাতে না হয় সেটির জন্য আমরা সচেতন আছি, বিশেষত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যাতে এই আইনের অপব্যবহার না হয়, সেজন্য তথ্য মন্ত্রণালয় ও আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময় সচেতন আছি এবং কোনোখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়, বলেন তথ্যমন্ত্রী।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন হচ্ছে বাংলাদেশের সব মানুষকে ডিজিটাল নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। ডিজিটাল বিষয়টা আজ থেকে ১০-১৫ বছর আগে ছিল না, সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়টিও ছিল না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অনলাইনে যখন একজন সাংবাদিকের চরিত্র হনন করা হয়, একজন গৃহিণীকে যখন অপবাদ দেওয়া হয়, একজন সাধারণ মানুষ যখন ডিজিটাল আক্রমণের শিকার হন, তিনি কোন আইনে প্রতিকার পাবেন, তখন কোন আইনের বলে সে নিরাপত্তা পাবে, সেজন্য একটা আইনের দরকার। এ জন্যই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারের ভেতরেই মুশতাক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে কারা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ৮টা ২০ মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মুশতাক নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার ছোট বালাপুর এলাকার মো. আবদুর রাজ্জাকের ছেলে। ঢাকা মেট্রোপলিটনের রমনা মডেল থানার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গত বছরের ৬ মে ঢাকা জেলে এবং পরে ২৪ আগস্ট থেকে তিনি কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। সূত্র: যুগান্তর

লেখক মুশতাকের দাফন সম্পন্ন

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে মারা যাওয়া লেখক মুশতাক আহমেদের
(৫৩) দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার রাত পৌনে ১০টায় রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।
এর আগে লালমাটিয়ার মিনার মসজিদে তার জানাজা হয়। জানাজায় তার পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন এবং স্থানীয় এলাকাবাসী অংশ নেন। পরে আজিমপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।
বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মুশতাক আহমেদকে মৃত ঘোষণা করেন।
গত বছরের মে মাসে লেখক মুশতাক আহমেদ, কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোর, রাষ্ট্রচিন্তার সদস্য দিদারুল ইসলাম ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক মিনহাজ মান্নানকে র্যাব গ্রেফতার করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তা ও গুজব ছড়ানোর অভিযোগে এ সময় মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করে র্যাব। সেই মামলায় দুজন জামিনে মুক্তি পেলেও মুশতাক ও কিশোরের জামিন আবেদন ছয়বার নাকচ হয়।
মুশতাক আহমেদ নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার থানার ছোট বালাপুর এলাকার মো. আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। তার বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা ছিল। ২০২০ সালের আগস্ট মাস থেকে তিনি এ কারাগারে বন্দি ছিলেন।
কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মো. গিয়াস উদ্দিন জানান, সন্ধ্যায় কারাগারের ভিতর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন মুশতাক আহমেদ। এ সময় তাকে কারা হাসপাতালে নেয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা- নিরীক্ষা শেষে মুশতাক আহমেদকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্র: যুগান্তর

তিন কিশোর বন্দি হত্যা মামলায় ৪ কর্মকর্তাসহ অভিযুক্ত ১২

যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের তিন বন্দি কিশোর হত্যা মামলায় কেন্দ্রের চার কর্মকর্তাসহ ১২ জনের সম্পৃক্ততা পেয়েছে তদন্ত কর্মকর্তা। এদের মধ্যে আট জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক চারজনের নামে দোষীপত্র দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া একজনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
৯ ফেব্রুয়ারি এ চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হয়। শুক্রবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা চাঁচড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর রকিবুজ্জামান।
অভিযুক্ত চার কর্মকর্তা হলেন-সাময়িক বরখাস্তকৃত সাবেক তত্ত্বাবধায়ক (সহকারী পরিচালক) আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক (প্রবেশন অফিসার) মাসুম বিল্লাহ, ফিজিক্যাল ইনসট্রাক্টর একেএম শাহানুর আলম ও সাইকো সোশ্যাল কাউন্সিলর মুশফিকুর রহমান।
অভিযুক্ত কেন্দ্রের চার বন্দি কিশোর হলো গাইবান্ধার খালিদুর রহমান তুহিন, নাটোরের হুমাইন হোসেন, মোহাম্মদ আলী ও পাবনার ইমরান হোসেন।
অপ্রাপ্তবয়স্ক দোষীরা হলেন- চুয়াডাঙ্গার আনিস, কুড়িগ্রামের রিফাত হোসেন, রাজশাহীর পলাশ ওরফে শিমুল ও পাবনার মনোয়ার হোসেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর রকিবুজ্জামান জানান, এ মামলায় ১৩ জন আসামি ছিলেন। তদন্ত শেষে এ ঘটনায় মোট ১২ জনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে চার কর্মকর্তা ও চার বন্দি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া অপর চার বন্দি অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে দোষীপত্র দেয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, তদন্তে বন্দি কিশোর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের সাময়িক বরখাস্ত কারিগরি প্রশিক্ষক (ওয়েল্ডিং) ওমর ফারুকের জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ মেলেনি। এ কারণে চার্জশিটে তার অব্যাহতির আবেদন জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের প্রধান প্রহরী নূর ইসলামকে মারপিটের জেরে ২০২০ সালের ১৩ আগস্ট যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের ১৮ বন্দি কিশোরকে কর্মকর্তাদের নির্দেশে নির্যাতন চালানো হয়। এ ঘটনায় বন্দি বগুড়ার শিবগঞ্জের তালিবপুর পূর্বপাড়ার নান্নু পরামানিকের ছেলে নাঈম হোসেন, খুলনার দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা সেনপাড়ার রোকা মিয়ার ছেলে পারভেজ হাসান রাব্বি ও বগুড়ার শেরপুরের মহিপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে রাসেল হোসেন মারা যায়। এছাড়া গুরুতর আহত হয় আরও ১৫ জন। ওই ঘটনায় নিহত পারভেজ হাসান রাব্বির বাবা রোকা মিয়া কোতোয়ালি থানায় ১৩ জনের নামে মামলা করেছিলেন। সূত্র: যুগান্তর

দর্শনা ফিলিং স্টেশন থেকে ট্রাক চুরি

দর্শনা ফিলিং স্টেশন থেকে একটি ট্রাক চুরির ঘটনা ঘটিছেয়ে একটি চোর চক্র। জনা গেছে গতকাল শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে একটি হলুদ রঙ্গের ট্রাক যার নং ঝিনাইদহ ট ১১-১৪৩০ দর্শনা ফিলিং স্টেশন থেকে গাড়ির দরজা ভেঙ্গে একটি চোরচক্র গাড়িটা নিয়ে পালিয়ে যায়। সকাল বেলা ট্রাকের মালিক দর্শনা তেল পাম্পে গিয়ে দেখে তার গাড়িটা নাই। সাথে সাথে তেল পাম্প মালিককে জনালে তার সিসি ক্যামেরা দেখে বলে গাড়িটা ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে নিয়ে গেছে।
এ ঘটনায় গাড়ির মালিক দর্শনা কলেজ পাড়ার মৃত্য দ্বীন মোহাম্মদের ছেলে হাসান রেজা বাদলের কাছে জানতে চাইলে তিন বলেন গত পরশু দর্শনা কেরু’র চিনি নিয়ে কুষ্টিয়া গিয়েছিল, সেখান থেকে কুষ্টিয়ার বালি বোঝায় করে নিয়ে আসে আমার ড্রাইভার আলামিন। গাড়িটা আনলোড করে দর্শনা ফিলিং স্টেশনে রেখে দেয়। ভোরের দিকে গাড়িটা নিয়ে যায় একটি চোরচক্র। এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি মাহাবব্বুর রহমান কাজল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং ট্রাকটি চুরির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এ ঘটনায় ট্রাক মালিক দর্শনা থানায় একটি জিডি করেবে বলে জানায়।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদ-পার্থী শাহীন উদ্দীন শাহীন এর নির্বাচনী কর্মীসভা

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও মুজিবনগর উপজেলার ৩ নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদ-প্রার্থী মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন তাঁতীলীগের আহবায়ক শাহীন উদ্দীন শাহীনের সমর্থনে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামে নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগরের আনন্দবাস গ্রামের ৭,৮,৯ ওয়ার্ডবাসির আয়োজনে এ নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী কর্মীসভায় বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন এর সভাপতিত্বে, কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য ও আসন্ন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদ-প্রার্থী শাহীন উদ্দীন শাহীন। কর্মীসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অংগসংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।
নির্বাচনী কর্মীসভায় আগামী নির্বাচনে শাহীন উদ্দীন শাহীনকে বাগোয়ান ইউনিয়নের নৌকার পার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতে আনন্দবাস গ্রামের ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের সর্বস্তরের জনসাধারণ প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এর কাছে দাবি জানান।

ঝিনাইদহে চ্যাম্পিয়ন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

“বিতর্ক মানে যুক্তি, বিজ্ঞানে মুক্তি” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বিএফএফ-সমকাল জাতীয় স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগীতা -২০২১ এর ঝিনাইদহ জেলার প্রতিযোগিতা গতকাল শুক্রবার ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগীতায় ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় টানা ৭ম বার ঝিনাইদহ জেলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে ।
প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা মসিউর রহমান বালিকা বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ দল। শ্রেষ্ট বক্তা নির্বাচিত হয়েছেন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দলনেতা খন্দকার মায়েশা রহমান।
গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টায় সুহৃদ সমাবেশ ঝিনাইদহ জেলার সভাপতি উপাধ্যক্ষ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতার উদ্ভোধন করেন ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ এর অধ্যক্ষ ড.বি এম রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সমকাল ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি মাহমুদ হাসান টিপু। বিতর্ক প্রতিযোগিতা শেষে বিকালে অধ্যক্ষ ড.বি এম রেজাউল করিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ান, রানার্স আপ দল ও শ্রেষ্ঠ বক্তার মাঝে পুরস্কার বিতারণ করেন।
এ প্রতিযোগিতায় জেলার ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মুক্তিযোদ্ধা মসিউর রহমান বালিকা বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীট, ঝিনাইদহ নিউ একাডেমি, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ, জমিলা খাতুন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ও এম কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ। বিতর্ক প্রতিযোগিতা ১ম রাউন্ড, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল এই তিনটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিফাইনালে ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিপক্ষ ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ঝিনাইদহ-কে এবং মুক্তিযোদ্ধা মসিউর রহমান বালিকা বিদ্যালয় নিউ একাডেমি ,ঝিনাইদহ-কে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নিত হয়। ফাইনালে ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মুক্তিযোদ্ধা মসিউর রহমান বালিকা বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ-কে পরাজিত করে টানা ৭ম বারের মত চ্যাম্পিয়ন হয়। তাদের দলনেতা খন্দকার মায়েশা রহমান ১০২ নম্বর পেয়ে শ্রেষ্ট বক্তা নির্বাচিত হয়।

অনুষ্ঠানে মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঝিনাইদহের নারিকেল বাড়িয়া আমেনা খাতুন ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যাক্ষ আব্দুস সালাম । এছাড়াও বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন, হরিণাকুন্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শরিফুজ্জামান, ঝিনাইদহ আঃ রউফ ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক খুরশিদ মোহম্মদ সালেহ ও একই কলেজের প্রভাষক শাহানুর আলম। ফলাফল তৈরিতে ছিলেন সুহৃদ সমাবেশ ঝিনাইদহ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মিরাজ জামান রাজ। এছাড়া তাকে সহযোগীতা করেন সুহৃদ সদস্য খন্দকার গোলাম মতুর্জা ও আসিফ ইকবাল প্রান্ত। প্রতিযোগিতায় সার্বিক সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সমকাল ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি মাহমুদ হাসান টিপু।

কালীগঞ্জে তিন মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত-১, আহত-৪

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ-কোটচাঁদপুর সড়কের পাতিবিলা নামক স্থানে তিন মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে শিমুল বিশ্বাস (২৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও চারজন। এরমধ্যে দুইজনের অবস্থা আশংকাজনক।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিমুল বিশ্বাস কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন দুধসার গ্রামের হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ছেলে। আহতরা হলেন, কালীগঞ্জ উপজেলার বেথুলী গ্রামের দুখীরাম সাহা, আলী হোসেন ও তার ছেলে সজীব হোসেনসহ আরও একজন। আশংকাজনক দুইজনকে যশোর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ বলেন, নিহত শিমুল বিশ্বাস মোটরসাইকেল যোগে কালীগঞ্জ থেকে কোটচাঁদপুরের দিকে যাচ্ছিল। পথমধ্যে পাতিবিলা তেলপাম্পের সামনে পৌঁছালে কালীগঞ্জগামী একটি যাত্রীবাহী বাস ক্রসের সময় বাসের পিছন থেকে একটি মোটরসাইকেল বাসটিকে অভারটেকিং করতে যায়। ফলে দুই মোটসাইকেলের মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়।
তিনি আরো জানান, এ সময় কালীগঞ্জের দিক থেকে আসা অন্য একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই দুই মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়।

এতে ঘটনাস্থলে শিমুল মারা যায়। এ সময় আহত হয় আরো চার মোটরসাইকেল আরোহী।

গাংনীর গাঁড়াবাড়ীয়াতে বসত বাড়িতে আগুন ক্ষতি গ্রস্ত ১০ পরিবার

গাংনীর গাঁড়াবাড়ীয়াতে বসত বাড়িতে আগুন লেগে ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে ১০ টি পরিবার।
গতকাল শুক্রবার বিকাল ৩.৩০ মিনিটের সময় গাঁড়াবাড়ীয়া মাঠপাড়াতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান স্বার্থকের রান্না ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এরপর তামাকঘরে ও কাটু মিয়ার দুই তালায় আগুন লেগে আগুনের তীব্রতা বেড়ে পাশের বাড়ির ইন্দাদুলের ২ তালা বাড়ির উপরে বিচুলীর পালাতে আগুন লাগে। পরে আগুন আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ে। গাঁড়াবাড়ীয়া মাঠপাড়ার ১০ বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে গিয়ে কয়েক ঘন্টা শুধু আগুনের রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
স্থানীদের মধ্যে মেহের আলী জানান আগুনে পুড়ে ক্ষতি হয়েছে ১০ পরিবার এবং কাটু মিয়ার দুই তালার ঘরের আসবাবপত্র পুড়েছায় হয়েছে। এ বিষয়ে ইন্দাদুল হক জানান পাশের বাড়ি আগুন লেগেছে শুনে দৌড়ে এসে দেখি দাও দাও করছে সব।
এ বিষয়ে স্বর্থক আলী জানান আমার রান্না ঘর, তামাক ঘর সব পুড়ে ছায় হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন পরেই আমার তামাক ভাঙা শুরু হবে এখন কি করে পোড়াবো?